



# পর্তুগালের লিসবনে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী, পর্তুগাল সরকার এবং এখানকার সাধারণ মানুষ আমাদের স্বাগত ও সম্মান

Posted On: 28 JUN 2017 12:36PM by PIB Kolkata

আজ আপনাদের সামনে আসার সুযোগ হয়েছে, আর যেভাবে পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী, পর্তুগাল সরকার এবং এখানকার সাধারণ মানুষ আমাদের স্বাগত ও সম্মান জানিয়েছেন, তার জন্য আমি ১২৫ কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ, আপনারা আমাকে সম্মান জানানোর মাধ্যমে ১২৫ কোটি ভারতবাসীকে সম্মানিত করেছেন।

এই রাধাকৃষ্ণ মন্দির এক প্রকার এখানকার সামাজিক চেতনার মন্দির। সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আজ সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। এই ভেদাভেদহীন মিলনই ভারতের বৈশিষ্ট্য। এই বৈচিত্র্যই ভারতের পরিচয়, এটাই ভারতের শক্তি।

কয়েক দিন আগে পর্তুগাল একটি বড় দাবানলে বিধ্বস্ত হয়েছে। অসংখ্য মানুষ পড়ে ছাই হয়ে গেছেন। যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের সকলের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁদের পরিবারের সদস্যদের শক্তি দেন।

পর্তুগালের সঙ্গে ভারতের একটি পরম্পরাগত সম্পর্ক রয়েছে, ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। গুজরাটের সঙ্গে পর্তুগালের সম্পর্ক আরও নিবিড়। আমরা ছোটবেলায় শুনেছি যে, ভাস্কো দাগামা যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন নাকি কাক্সিমালম নামক এক গুজরাতি তাঁকে পথ দেখিয়ে ভারতে নিয়ে এসেছিলেন। কাক্সিমালম গুজরাতি থেকে সমুদ্রপথে গিয়ে আফ্রিকায় বসবাস শুরু করেছেন, সেখানকার একটি বন্দরে ভাস্কো দাগামার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তারপর সব ইতিহাস। কাক্সিমালমের মাধ্যমেই গোটা ইউরোপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। আর তাসত্ত্ব হয়েছিল পর্তুগাল নাবিকদের মাধ্যমে। কাজেই আমাদের সম্পর্ক অনেক পুরনো সম্পর্ক।

একথা সত্য যে, ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বিগত ৭০ বছরে এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক সফরে এখানে এসেছে। সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। শ্রদ্ধেয় অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তিনি পর্তুগালে এসেছিলেন, কিন্তু দ্বিপাক্ষিক সফরে নয়। ইউরোপীয়ন ইউনিয়নের একটি আলোচনাসভায় তিনি অংশগ্রহণের জন্য এসেছিলেন।

আমি সেই সৌভাগ্যবান ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। আজ পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে, যাতে ভারত ও পর্তুগাল সহজেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতাও শক্তি রয়েছে, পরস্পরের যে প্রয়োজনীয়তা সেগুলি সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পর্তুগালের মহান নেতা শ্রী মারিও সোরেস ১৯৯২ সালে ভারতের স্বাধীনতা দিবসে প্রধান অতিথি রূপে গিয়েছিলেন। তাঁর শাসনকালে ভারত ও পর্তুগালের পারস্পরিক সম্পর্কে নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সে বছরই তিনি পরলোকগত হলে প্রবাসী ভারতীয়রা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। পর্তুগালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তখন এতটাই উষ্ণ ছিল।

বিগত দিনে পর্তুগালের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমানে রাষ্ট্রসংস্থের মহাসচিব শ্রী অ্যান্টোনিও গুটেরেস-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল রাশিয়ায়। সেদিন তিনি যোগাসন নিয়ে আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁরপরিবারের সকল সদস্যই যোগাসন করেন। যোগের প্রতি তাঁর এই অগ্রাধিকার আজও আমি দেখেছি, এখানকার মানুষ উন্নতমানের যোগ প্রদর্শন করেছেন। ‘ওস্কার’ মন্ত্র জপ করেছেন, ‘ওমনমঃ শিবায়া’ জপ করেছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও আমার আজকের আলোচনায় সার্বিকস্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে শুরু করে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং সুলভস্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যবিশ্বাস নিয়েবলছিলেন যে, পর্তুগালবাসীরা সুস্থ থাকার চেয়ে ভালো থাকাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রায়প্রতিটি বিদ্যালয়ে এখন যোগের মাধ্যমে শিশুদের প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়েচলেছেন। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে হৃদয় থেকে অভিনন্দন জানাই যে, যোগ আন্দোলনকে গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে দিতে পর্তুগাল যেভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে, বিগত ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে পর্তুগালবাসী যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন, সেজন্য সকল যোগপ্রেমী ভাই ও বোনেরের আমি অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাই। মানব কল্যাণের জন্য বিনা খরচে স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে যে যোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে, তাকে এদেশের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, পর্তুগালের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হবে। আর সেজন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল ধরে পর্তুগালবাসী তাঁকে মনে রাখবেন।

স্টার্ট আপ ব্যবসার ক্ষেত্রে পর্তুগাল স্বনাম ধন্য। এখানকার যুবসম্প্রদায়েরপ্রতিভা এবং সরকারের সক্রিয় নীতির মিলিত ফল এই স্টার্ট আপ আন্দোলনে পর্তুগালকে একটি বড় সৃষ্টিশীল বাণিজ্যপুঞ্জ করে গড়ে তুলছে। আজ ভারত ও পর্তুগাল একটি যৌথপোর্টাল চালু করেছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে স্টার্ট আপ-এর ক্ষেত্রে নবীন প্রজন্মেরমানুষরা তাঁদের উদ্ভাবন সম্পর্কে দু’দেশের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের আদান-প্রদান করবে এবং এভাবে বিশ্ব মঞ্চে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে উভয় দেশের যুবসম্প্রদায় লাভবান হবেন। কিছুদিন আগে ভারত থেকে ৭০০-৮০ বেশি যুবক-যুবতী স্টার্ট আপ বিষয়ে পর্তুগালের নবীন প্রজন্মের মানুষদের সঙ্গে আলোচনার জন্য এসেছিলেন এবং পরস্পরের উদ্ভাবন ও অভিজ্ঞতা নিয়ে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে, সেই প্রেরণাদায়ী আলোচনারই ফল আজকের এই সম্মিলিত পোর্টাল।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে পর্তুগালের চুক্তি হয়েছে। ফুটবলে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো সারা পৃথিবীর ফুটবল প্রেমীদের প্রেরণা-স্বরূপ। ভারতেও তিনিযথেষ্ট জনপ্রিয়। এরকম আরও নানা ক্ষেত্রে আমরা মিলেমিশে কাজ করতে পারি। আমাদের দু’দেশেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রয়েছে। আমরা উভয়েই বিশ্বের সকল সম্প্রদায়কে সঙ্গেনিয়ে এগিয়ে চলার স্বভাবে ধনী। আমরা সম্মিলিত ভাবে কাজ করলে শুধু ভারত আর পর্তুগালের লাভ হবে না, বিশ্ব মানবতার ক্ষেত্রেও আমাদের যৌথ প্রয়াস ফলদায়ী হবে।

ভাই ও বোনেরা, ভারত দ্রুতগতিতে উন্নয়নের নতুন নতুন শিখর অতিক্রম করছে। ভারত সৌভাগ্যবান যে, দেশের ৬৫ শতাংশ জনসংখ্যার বয়স ৩৫ বছরের কম। এহেন যুবক দেশের স্বপ্ন ও যৌবনময়। আর নবীন স্বপ্নের সামর্থ্যঅনেক বেশি থাকে। সেই সামর্থ্য নিয়েই ভারত আজ উন্নয়নের নানা শিখর স্পর্শ করছে। বিগততিন বছর ধরে দেশের প্রধান সেবক রূপে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। আপনাদের কাছে তো সব খবরই পৌঁছে যায়। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে কোনও খবরই সকলে পেয়ে যান। আমি জানি, আপনাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন, যাঁদের মোবাইল নত্রে মৌদী অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন। যাঁরা করেননি তাঁরা অবশ্যই করে নেন। আমি প্রত্যেক মুহূর্তে আপনাদেরপক্ষেট থাকি। সেজন্য ভারতের উন্নয়নে সমস্ত খবর আপনারা পেয়ে যান।

মহাকাশ অভিযানে ভারতের বৈজ্ঞানিকরা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। গতকালইতাঁরা ৩০টি ন্যানো-স্যাটেলাইট উত্থাপন করেছেন। কিছুদিন আগে আমাদের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা একসঙ্গে ১০৪টি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন।

অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ভারতে বহুবিধ পরিবর্তন আসছে। নতুন নতুন উপযোগী নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা অনেক দরজা খুলে দিয়েছি। ভারতে একবিংশ শতাব্দীর অনুকূল পরিকাঠামো নির্মাণে এই প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। আমাদের রেল ও সড়ক পথ এখন দ্রুতগতিতে একবিংশ শতাব্দীর অনুকূল আন্তর্জাতিক মানের হয়ে উঠছে।

পর্যটনের ক্ষেত্রে আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করতে সক্ষমহচ্ছে ভারত। গত এক বছরে দেশে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমার বিশ্বাস যে, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা আমাদের প্রবাসী ভারতীয় ভাই ওবোনেরা এতদিন যেভাবে যেখানেই গেছেন, নিজেদের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে বজায় রেখেছেন, নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছেন – এর ফলেই গোটা বিশ্বে ভারতের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। ভারতীয়রা এদেশে কেউ নতুন এসেছেন আবার অনেকেই দুই কিংবা তিন প্রজন্ম ধরে রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা নিজেদের ঐতিহ্যকে ভুলে যাননি। পদাধিপাশি, যেদেশের জল ও খাবার খান, যেদেশের নৃতন খান – সেদেশের জন্যও প্রাণপন পরিশ্রম করেন।বিশ্বের যেখানেই ভারতীয়রা গেছেন, সেখানকার সমাজের সঙ্গে মিশে গেছেন। তাঁদের উন্নয়নযুক্ত ইতিবাচক অংশগ্রহণ ভারতের সম্মান বৃদ্ধি করেছে। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলার এইভারতীয় স্বভাব গড়ে উঠেছে আমাদের দেশেই। এদেশে আমরা ১০০টিরও বেশি ভাষায় কথা বলি,তার মধ্যে ১,৭০০-৮৩ বেশি কথা ভাষা রয়েছে। প্রত্যেক ২০ মাইল দূরত্বেই এদেশেরখাওয়া-দাওয়ার স্বাদ বদলে যায়। এই বিবিধতার মিলনেই আমাদের অপরকে আপন করে নেওয়ারসামর্থ্য গড়ে ওঠে। এভাবেই ভারতীয়রা সারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে একটি গ্রহাযোগ্য সমাজহিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। একাজ আপনারা করেছেন, আপনাদের পূর্বসূরীরা করেছেন।আপনারাই বিশ্বের সর্বত্র ভারতের সত্যিকারের রাজদূত। আমি আপনাদের সকলকে হৃদয় থেকেঅনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আজ আপনাদের মাঝে আসার সুযোগ পেয়েছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার পক্ষ থেকেআপনাদের সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ভিভা পর্তুগাল।

(Release ID: 1493898) Visitor Counter : 2

Background release reference

